ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি ঃ প্রসঙ্গ কথা

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি সরকারের অগ্রাধিকার কর্মসূচিগুলোর অন্যতম । বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে এ কর্মসূচি প্রবর্তিত হয়। এ কর্মসূচি শিক্ষিত বেকার যুবদের (যুবক ও যুব-নারী) জাতিগঠনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের একটি উল্লেখযোগ্য প্রক্রিয়া। এ কর্মসূচির অধীনে একজন শিক্ষিত বেকার যুবক /যুব- নারীকে নীতিমালা অনুযায়ী ১০টি নির্ধারিত মডিউলে (জাতি গঠন ও চরিত্র গঠন; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সমাজসেবা; মৌলিক কম্পিউটার; আত্মকর্মসংস্থান ;স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা; শিক্ষা; কৃষি; বন ও পরিবেশ; জননিরাপত্তা; সরকারের সেবা খাত ইত্যাদি) ৩ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং প্রশিক্ষণোত্তর তাকে ২ বছর মেয়াদী অস্থায়ী কর্মসংস্থান (শিক্ষা,স্বাস্থ্য,স্থানীয় সরকার,বিভিন্ন সরকারী দপ্তর,বিশেষতঃ কৃষি, মৎস,প্রাণিসম্পদ ইত্যাদি সম্প্রসারণ বিভাগ) দেয়া হয় । প্রত্যেক যুবক/ যুব- নারী প্রশিক্ষণকালীন দৈনিক ১০০/- টাকা এবং কর্মকালীন দৈনিক ২০০/- টাকা হারে কর্ম-ভাতা পেয়ে থাকে। কর্ম-ভাতা হতে প্রত্যেকে ৪০০০ টাকা করে মাস শেষে পেয়ে থাকে এবং অবশিষ্ট ২০০০ টাকা সংশ্লিষ্টদের ব্যাংক হিসেবে জমা থাকে-যা অস্থায়ী কর্মের মেয়াদ পূর্তিতে ফেরত প্রদান করা হয়ে থাকে। এ কর্মসূচিটি দারিদ্র্য ম্যাপ অনুসারে উপজেলাভিত্তিক বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে । এ পর্যন্ত ৪টি পর্বে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে যার মধ্যে ২টি পর্ব ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে । বাস্তবায়নাধীন ২৮টি জেলার ৬৪টি উপজেলায় এ পর্যন্ত ১১৩৯৫৯ জনকে প্রশিক্ষণ ও ১১১৬২৫ জনকে অস্থায়ী সংযুক্তি দেয়া হয়েছে। তম্মধ্যে ১ম ও ২য় পর্বের ৭০৫২১জনের ২ বছরের অস্থায়ী সংযুক্তি সমাপ্ত হয়েছে । মন্ত্রিপরিষদ অনুমোদিত "ন্যাশনাল সার্ভিস নীতিমালা" দ্বারা এ কর্মসূচি পরিচালিত হয়ে থাকে। নীতিমালা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে । এরি ধারাবাহিকতায় ৫ম পর্বে ২৪টি উপজেলায় এ কর্মসূচি সম্প্রসারণের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ ও ৭ম পর্বের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। তাই বলা যায়-

"বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার
দেশে হবে বিপুল কর্মসংস্থান"

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি সেল
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
তারিখঃ ০২ এপ্রিল ২০১৭

-ঃ ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির তথ্য চিত্র ঃ-

ন্যাশনাল সার্ভিস পাইলট কর্মসূচিঃ ৩ জেলা

(কুড়িগ্রাম,বরগুনা ও গোপালগঞ্জ)

১। কার্যক্রম উদ্বোধন ঃ কুড়িগ্রাম(৬মার্চ,২০১০),বরগুনা(৬ মে,২০১০) ও গোপালগঞ্জ(৩১ জুলাই,২০১০)।

২। কার্যক্রমের এলাকা ঃ কুড়িগ্রাম,বরগুনা ও গোপালগঞ্জ জেলার ১৯টি উপজেলা।

৩। উপকারভোগীর সংখ্যা ঃ ৫৬০৫৪ জন।

জেলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ মহিলা অনুপাত	শতকরা হার		মন্তব্য
					পুরুষ	মহিলা	
কুড়িগ্রাম	২৯৮১৫	১৭৮৮৯	১১৯২৬	৩ঃ২	৬০	৪০	সুবিধাভোগীদের বয়স ১৮ হতে ৩৫ এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি ও তদূর্ধ্ব।
বরগুনা	৯৯৫৯	৫৯৭৫	৩৯৮৪	৩ঃ২	৬০	৪০	
গোপালগঞ্জ	১৬২৮০	৯৭৩৯	৬৫৪১	৩ঃ২	৬০	৪০	
মোট=	৫৬০৫৪	৩৩৬০৩	২২৪৫১	৩ঃ২	৬০	৪০	

৪। কার্যক্রমের মেয়াদ পূর্তি ঃ ৩১ মে অক্টোবর,২০১৩।

৫। মোট ব্যয় ও জনপ্রতি খরচ ঃ ৮৪৮ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা ; ১৫১৩২৯.০৭ টাকা।

৬। সংযুক্তি- পরবর্তী কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান ঃ কর্মসংস্থান ৩০২১ জন, আত্মকর্মসংস্থান ২২৪৪৯ জন, মোট ২৫৪৭০ জন। কর্মসংস্থানের শতকরা হার ৫.৩৯এবং আত্মকর্মসংস্থানের শতকরা হার ৪০.০৫।

৭। মন্তব্য ঃ ডাটাবেজ ও মূল্যায়ন করা হয়েছে । মূল্যায়ন প্রতিবেদনে কর্মসুচির সম্প্রসারণ সুপারিশ করা হয়েছে।

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি- ২য় পর্ব

(রংপুর বিভাগের কুড়িগ্রাম ব্যতীত ৭টি জেলার ৮টি উপজেলা)

১। কার্যক্রম উদ্বোধন ঃ ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৩।

২। কার্যক্রমের এলাকা ঃ রংপুর বিভাগের বাকী ৭টি জেলার ৮টি উপজেলা।

৩। মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ঃ ১৪৪৬৭ জন।

জেলা ও উপজেলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ মহিলা অনুপাত	শতকরা হার		মন্তব্য
					পুরুষ	মহিলা	
রংপুর(কাউনিয়া ও পীরগঞ্জ)	৫৫৯১	৩৩৫৪	২২৩৭	৩ঃ২	৬০	৪০	সুবিধাভোগীদের বয়স ২৪ হতে ৩৫ এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি ও তদূর্ধ্ব।
লালমনিরহাট (হাতিবান্ধা)	২০৮৩	১২৫০	৮৩৩	৩ঃ২	৬০	৪০	
গাইবান্ধা (ফুলছড়ি)	৬৫৫	৩৯৩	২৬২	৩ঃ২	৬০	৪০	
নিলফামারী (ডিমলা)	২২৯৫	১৩৭৭	৯১৮	৩ঃ২	৬০	৪০	
দিনাজপুর (খানসামা)	১৫৮৭	৯৫২	৬৩৫	৩ঃ২	৬০	৪০	
ঠাকুরগাঁও (হরিপুর)	৯২২	৫৫৩	৩৬৯	৩ঃ২	৬০	৪০	
পঞ্চগড় (সদর)	১৩৩৪	৯৩৭	৩৯৭	৯ঃ৪	৬০	৪০	
মোট=	১৪৪৬৭	৮৮১৬	৫৬৫১	৩ঃ২	৬০	৪০	

৪। কার্যক্রমের মেয়াদ পূর্তি ঃ ফেব্রুয়ারী/২০১৬।

৫। এ কর্মসূচির মোট ব্যয় ও জনপ্রতি ব্যয় ঃ ২২২ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা; ১৫৩৭৬৩.৭৩

৬। সংযুক্তি পরবর্তী কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান ঃ কর্মসংস্থান ৭০৫ জন ; আত্মকর্মসংস্থান ৯৬৪১ জন, মোট ১০৩৪৬ জন। কর্মসংস্থানের হার ৪.৮৭ এবং আত্মকর্মসংস্থানের হার ৬৬.৬৪।

৭। মন্তব্য ঃ ডাটাবেজ করা হয়েছে । এখনও মূল্যায়ন করা হয়নি।

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি- ৩য় পর্ব

(১৭টি জেলার ১টি করে ১৭টি উপজেলা)

১।	কার্যক্রমের এলাকা	ঃ	১৭টি জেলার ১৭টি উপজেলা। ময়মনসিংহ (নান্দাইল),জামালপুর(দেওয়ানগঞ্জ), শেরপুর(শেরপুর সদর), রাজবাড়ী (গোয়ালন্দ), শরিয়তপুর (গোসাইরহাট),কুমিল্লা(মনোহরগঞ্জ), চাঁদপুর (হাইমচর), বান্দরবান (থানচি), সিরাজগঞ্জ(চৌহালী), নাটোর (সিংড়া), খুলনা(তেরখাদা), বাগেরহাট (চিতলমারী), সাতক্ষীরা(শ্যামনগর), মাগুরা (মোহাম্মদপুর), বরিশাল (মেহেন্দীগঞ্জ), পিরোজপুর (কাউখালী), ঝালকাঠি (নলছিটি)।
২।	বাছাইকৃত সুবিধাভোগীর সংখ্যা	ঃ	১৭২৪৭জন।
৩।	প্রশিক্ষণ শুরু	ঃ	১ এপ্রিল ২০১৫ খ্রিঃ।
৪।	মোট প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী		১৬৩৪২ জন
৫।	অস্থায়ী সংযুক্তি শুরু	ঃ	১ জুন ২০১৫ খ্রিঃ।
৬।	মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ও নারী- পুরুষ অনুপাত	ঃ	১৪৮০৩ জন। যুবক ৭৪৬৫ জন যুবমহিলা ৭৩৩৮ জন। নারী-পুরুষ অনুপাত ৫০.৪৩ঃ৪৯.৫৭
৭।	কার্যক্রমের ব্যয় বরাদ্দ/এ পর্যন্ত খরচ	ঃ	বরাদ্দ ১১২.১৫ কোটি, ব্যয় ৯৯.৩৭ কোটি
৮।	৩য় পর্বের কার্যক্রম সমাপ্তি	ঃ	ফ্রেব্রুয়ারী / ১৮
৯।	কার্যক্রমের সম্ভাব্য মোট ব্যয়	ঃ	২১৫ কোটি ৩৭ লক্ষ
১০।	মন্তব্য	ঃ	১ জুন ২০১৭ হতে ২ বছর মেয়াদপূর্তি শুরু। সম্পূর্ণ সমাপ্তি ফেব্রুয়ারী ২০১৮।

পরের পাতা/২

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি- ৪র্থ পর্ব
(৭টি জেলার ২০টি উপজেলা)

১।	কর্মসুচির এলাকা	ঃ	৭টি জেলার ২০টি উপজেলা (বরিশাল জেলার হিজলা, মুলাদী, গৌরনদী, অগৈলঝড়া, উজিরপুর, বাকেরগঞ্জ,বানারীপাড়া ও বাবুগঞ্জ; সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট ও কানাইঘাট; ময়মনসিংহ জেলার ময়মনসিংহ সদর,ফুলপুর,তারাকান্দা,ধোবাউড়া ও ঈশ্বরগঞ্জ;রংপুর জেলার গংগাচড়া;শরিয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ;জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ ও ইসলামপুর এবং পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলা)।
২।	মোট বাছাইকৃত সুবিধাভোগীর সংখ্যা	ঃ	২৭০০২ জন।
৩।	প্রশিক্ষণ শুরু	ঃ	১ মার্চ ২০১৬ খ্রিঃ।
৪।	অস্থায়ী কর্মসংযুক্তি শুরু	ঃ	১ জুন ২০১৬ খ্রিঃ।
৫।	এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত কার্যক্রম	ঃ	প্রশিক্ষণ ও অস্থায়ী সংযুক্তি ২৬৩০১জন(১ম ধাপে ১৭১৬৮জন,২য় ধাপে ৬২৯০জন,৩য় ধাপে ১৫৬৯ জন এবং ৪র্থ ধাপে ১২৭৪ জন)।
৬।	নারী- পুরুষ অনুপাত		যুব সংখ্যা ১৩৩৪৩ ও যুবমহিলার সংখ্যা ১২৯৫৯। অনুপাত ৫০.৭৩ঃ৪৯.২৭।
৭।	কর্মসূচির সমাপ্তি	ঃ	৩১ আগষ্ট ২০১৮।

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি- ৫ম পর্ব
(১৫টি জেলার ২৪টি উপজেলা)

১।	কর্মসুচির এলাকা	ঃ	১৫টি জেলার ২৪টি উপজেলা (উপজেলাগুলো হলো- যথাক্রমে ইন্দুরকানি পিরোজপুর; ভোলা সদর,ভোলা; কচুয়া, হাজীগঞ্জ, মতলব (দক্ষিণ) চাঁদপুর; জাজিরা, শরিয়তপুর সদর, শরিয়তপুর; বকশীগঞ্জ, জামালপুর সদর, মেলান্দহ, জামালপুর; জকিগঞ্জ, সিলেট; আশাশুনি, কালিগঞ্জ,সাতক্ষীরা;সাঘাটা,সাদুল্যাপুর,গাইবান্ধা;ফুলবাড়িয়া,হালুয়াঘাট,ময়মনসিংহ;তারাগঞ্জ, রংপুর; জুড়ি,মৌলভীবাজার;বরিশাল সদর,বরিশাল;নাইক্ষংছড়ি,বান্দরবান;রামগড়, মানিকছড়ি,খাগড়াছড়ি; বিলাইছড়ি,রাংগামাটি)।
২।	এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত কার্যক্রম	ঃ	সুবিধাভোগী বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহবান করা হয়েছে। প্রাপ্ত আবেদন পত্র ৫১২৯৯ জন।

সমন্বিত তথ্য ঃ ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি

(পাইলট কর্মসূচিভূক্ত ৩ জেলার ১৯ টি উপজেলা,২য় পর্বের ৭ জেলার ৮ টি উপজেলা,
৩য় পর্বের ১৭ জেলার ১৭টি উপজেলা ও ৪র্থ পর্বের ৭টি জেলার ২০টি উপজেলায়)

১।	বাস্তবায়নাধীন জেলা ও উপজেলা সংখ্যা	ঃ	জেলা- ২৮টি; উপজেলা-৬৪টি।
২।	২৮টি জেলার ৬৪ টি উপজেলায় মোট বাছাই	ঃ	১২৫১৩৭ জন।
৩।	২৮ টি জেলার ৬৪ টি উপজেলাতে এ পর্যন্ত মোট প্রশিক্ষণ প্রদান	ঃ	১১৩৯৫৯ জন।
৪।	২৮টি জেলার ৬৪ টি উপজেলায় এ পর্যন্ত মোট অস্থায়ী কর্মসংস্থান	ঃ	১১১৬২৫ জন।
৫।	কর্মসূচির নারী- পুরুষ অনুপাত	ঃ	৩ঃ২
৬।	এ পর্যন্ত ২ বছর মেয়াদ পূর্তি	ঃ	৭০৫২১জন।
৭।	বর্তমানে অস্থায়ী কর্মে নিয়োজিত	ঃ	৪১১০৪ জন(৩য় পর্বের ১৪৮০৩ জন ও ৪র্থ পর্বের ২৬৩০১ জন)
৮।	মেয়াদ শেষে সর্বমোট কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান	ঃ	কর্মসংস্থান ৩৭২৬ জন, আত্মকর্মসংস্থান ৩২০৭০ জন, মোট ৩৫৭৯৬জন । কর্মসংস্থানের শতকরা হার ৫.২৮ এবং আত্মকর্মসংস্থানের শতকরা হার ৪৫.৪৭
৯।	শুরু থেকে ২০১৫-১৬ পর্যন্ত বরাদ্দ ও খরচ	ঃ	বরাদ্দ ১২৮৯ কোটি ৭২লক্ষ; ব্যয় ১২০৪ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা।
১০।	চলতি (২০১৬-১৭) অর্থ বছরের বরাদ্দ ও খরচ	ঃ	বরাদ্দ ২১৫ কোটি; ব্যয় ৮৫ কোটি ২ লক্ষ ১২ হাজার টাকা ।
১১।	মন্তব্য	ঃ	দারিদ্র্য ম্যাপ অনুসারে পরবর্তী পর্বের সম্প্রসারণ বাস্তবায়নাধীন।

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি সেল
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
তারিখঃ ০২এপ্রিল ২০১৭

সাধারণ জিজ্ঞাসা ঃ ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি

প্রশ্নঃ ন্যাশনাল সার্ভিস কি?

উঃ ন্যাশনাল সার্ভিস সরকারের উচ্চ-অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত একটি কর্মসূচি যার মাধ্যমে একজন শিক্ষিত বেকার যুবক/যুবমহিলা জাতিগঠনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হয়ে ২ বছর মেয়াদী অস্থায়ী কর্মসংস্থান লাভ করে। এ কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট যুবক ও যুবমহিলাদের কর্মমেয়াদ শেষে জীবন গড়ার জন্য জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করে থাকে।

প্রশ্নঃ কর্মসূচির টার্গেট গ্রুপ কারা?

উঃ শিক্ষিত বেকার যুবক/যুবমহিলা।

প্রশ্নঃ ন্যাশনাল সার্ভিসে অন্তর্ভুক্তির জন্য কি যোগ্যতা থাকা দরকার?

উঃ একজন যুবক/যুবমহিলাকে উচ্চ মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে এবং তার বয়স হতে হবে ২৪-৩৫ বছর।

প্রশ্নঃ ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির পটভূমি কি?

উঃ বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষিত বেকার যুবদের অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির অধীনে একজন শিক্ষিত বেকার যুবক/যুবহিলাকে নীতিমালা অনুযায়ী ১০টি নির্ধারিত মডিউলে ৩ মাস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং প্রশিক্ষণোত্তর তাকে ২ বছর মেয়াদী অস্থায়ী কর্মসংস্থান দেয়া হয়। প্রত্যেক যুবক/যুবমহিলা প্রশিক্ষণকালীন দৈনিক ১০০/- টাকা এবং কর্মকালীন দৈনিক ২০০/- টাকা হারে ভাতা প্রাপ্য হবেন। এ কর্মসূচি শিক্ষিত বেকার যুবদের জাতিগঠনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের একটি উল্লেখ্যযোগ্য প্রক্রিয়া। কর্মসূচির প্রশিক্ষণ ও অস্থায়ী সংযুক্তির অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে একজন যুবক/যুবমহিলা কর্ম-সমাপনান্তে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণে সক্ষম হবেন।

প্রশ্নঃ কর্মসূচির মূল কাজ কি কি?

উঃ কর্মসূচির মূল কাজ হচ্ছে লক্ষ্যভুক্ত যুবদের ৩ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণোত্তর তাদেরকে জাতিগঠনমূলক কর্মকান্ডে ২ বছরের জন্য অস্থায়ী কর্মসংস্থান প্রদান।

প্রশ্নঃ কর্মসূচির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম কি?

উঃ কর্মসূচির ৩ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণকে মৌলিক প্রশিক্ষণ বলা হয়। মৌলিক প্রশিক্ষণে ১০টি নির্ধারিত মডিউল রয়েছে। মডিউলগুলো হচ্ছে-

১।	জাতি গঠনমূলক ও চরিত্র গঠনমূলক প্রশিক্ষণ মডিউল।	১-৪ নং মডিউল ১ম দেড়মাস মেয়াদে সকলের জন্য
২।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সমাজসেবামূলক প্রশিক্ষণ মডিউল।	
৩।	মৌলিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ মডিউল।	
৪।	আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ মডিউল।	
৫।	সরকারের বিভিন্ন সেবাখাত সম্পর্কে ধারণা মডিউল।	
৬।	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল।	৫-১০ নং মডিউল দ্বিতীয় দেড়মাস সংশ্লিষ্ট সেবাখাতে নিয়োগে আগ্রহীদের জন্য।
৭।	শিক্ষা ও শারিরীক শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল।	
৮।	কৃষি বন ও পরিবেশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল।	
৯।	জননিরাপত্তা ও আইন শৃংখলা সংক্রান্ত মডিউল।	
১০।	ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদের সেবা কার্যক্রম সংক্রান্ত মডিউল।	

পরের পাতা/২

প্রশ্নঃ কর্মসূচির অস্থায়ী কর্মসংস্থান কি?

উঃ কর্মসূচির অস্থায়ী কর্মসংস্থান সাময়িক যার মেয়াদ মাত্র ২ বছর। মেয়াদ শেষে সংশ্লিষ্ট যুবক বা যুবমহিলার অস্থায়ী কর্মসংস্থান স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমাপ্ত হবে। এটি কোন সরকারী চাকুরী নয়। স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট যুবক ও যুবমহিলাগণ সংযুক্তি প্রাপ্তির মাধ্যমে অস্থায়ীভাবে সেবাদান করে থাকে। উল্লেখ্য প্রশিক্ষণের পর অস্থায়ী সংযুক্তি প্রাপ্তির পূর্বে প্রশিক্ষিত যুবদেরকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে হয়।

প্রশ্নঃ অস্থায়ী কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রসমূহ কি কি?

উঃ অস্থায়ী কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপঃ

ক) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণিতে পাঠদানের কাজে;
খ) যে সকল স্কুলে কম্পিউটার কোর্স চালু আছে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজে;
গ) জননিরাপত্তা,জনসম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ, ট্রাফিক আইন এবং মৌলিক আইন বাস্তবায়নে সহযোগিতা করার জন্য কম্যুনিটি পুলিশ হিসেবে;
ঘ) স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতষ্ঠিানসমূহ যেমনঃ হাসপাতাল, ক্লিনিক ইত্যাদি স্থানে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারীদের সহায়তা প্রদানের কাজে সংযুক্তি;
ঙ) কৃষিঋণ প্রাপ্তিতে কৃষককে সহায়তা প্রদানের কাজে এবং সরকারের অন্যান্য সংস্থার ঋণ প্রাপ্তিতে সাধারণ জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদানের কাজ;
চ) উপজেলা ও জেলার বিভিন্ন হোটেল, রেস্তোরা ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য পরিবেশনকারী প্রতিষ্ঠানে ভেজাল প্রতিরোধে নজরদারি কর্মকান্ডে সহায়তার কাজে;
ছ) গবাদিপশু,হাঁস-মুরগি ও মৎস্য চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক ও যুবমহিলাদেরকে আত্মকর্মসংস্থানের কাজে সহায়তা করা;
জ) কৃষি সংক্রান্ত তথ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও কৃষকদের মধ্যে আদান প্রদানের কাজে, কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত তথ্য কৃষকদের নিকট পৌঁছানোর কাজে এবং সার, বীজ, ডিজেল সংক্রান্ত সরকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সহযোগিতার কাজে;
ঝ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংক্রান্ত সচেতনতা সৃষ্টি তথ্য প্রচার এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে উদ্ধার ও পুনর্বাসনে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা সেবা প্রদান;
ঞ) বিদ্যালয়ের ক্রীড়া কর্মকান্ড উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়াদিতে সহায়তা প্রদান;
ট) পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি এবং নার্সারীতে চারা উত্তোলনের জন্য বীজ সংগ্রহ, চারা উত্তোলন,চারা রোপন,বাগান সৃজন ইত্যাদি কাজে সহায়তা প্রদান;
ঠ) বয়স্কভাতা ও অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে কাজে সহায়তা প্রদান এবং
ড) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক যে সব অবকাঠামো নির্মাণ করা হয় সেগুলোর তদারকি এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজে সহায়তা প্রদান।

উপরোক্ত ক্ষেত্র ছাড়াও স্থানীয় প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক ও যুবমহিলাকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেবামূলক কাজে নিয়োজিত করা যাবে। যে সকল দপ্তর/ সংস্থা এবং সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত যুবদেরকে সংযুক্তি/ পদস্থাপন করা হবে সে সকল প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানেই নিয়োজিত যুবরা কাজ করবেন।

প্রশ্নঃ কর্মসূচির আর্থিক সুবিধা কি কি?

উঃ প্রশিক্ষণকালীন একজন যুবক/যুবমহিলা দৈনিক ১০০/- টাকা হরে প্রশিক্ষণভাতা এবং কর্মকালীন একজন যুবক/যুবমহিলা দৈনিক ২০০/- টাকা হরে কর্মভাতা প্রাপ্য হবেন।

পরের পাতা/৩

প্রশ্নঃ কর্মসূচি হতে একজন যুবক/ যুবমহিলা অন্য কি কি সুবিধা পেয়ে থাকে?

উঃ অন্যান্য সুবিধাদির মধ্যে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার সনদ লাভ এবং বাধ্যতামূলক সঞ্চয় করার সুযোগ পাবে।

প্রশ্নঃ কর্মসূচিতে কোন সঞ্চয়ের বিধান আছে কি? বিধান থাকলে তার চিত্র কি?

উঃ বিধান রয়েছে। বিধান অনুযায়ী একজন যুবক/যুবমহিলা মাসিক মোট কর্মভাতা ৬০০০/- টাকার মধ্যে ২০০০/- টাকা বাধ্যতামূলকভাবে তার ব্যাংক হিসাবে সঞ্চয় করবেন যা ২ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর ফেরত পাবেন।

প্রশ্নঃ এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য কোন ফি জমা দিতে হয় কি না?

উঃ না।

প্রশ্নঃ কর্মসূচির প্রশিক্ষণ আবাসিক/ অনাবাসিক ?

উঃ অনাবাসিক। নিজ আবাস থেকে প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করতে হয়।

প্রশ্নঃ ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে কার সাথে কথা বলতে হবে?

উঃ উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়,সংশ্লিষ্ট উপজেলা।

প্রশ্নঃ ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির আবেদন প্রক্রিয়া কি?

উঃ দৈনিক জাতীয় পত্রিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। অতঃপর ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির্ভুক্ত উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসারে বরাবরে আবেদন করতে হয়।

প্রশ্নঃ আবেদনপত্রের সাথে কি কি জমা দিতে হবে?

উঃ ছবি,সকল সনদপত্র,নাগরিকত্বের সনদ,বেকারত্বের সনদ ইত্যাদির সত্যায়িত ফটোকপি আবেদনপত্রের সাথে দিতে হবে।

প্রশ্নঃ সত্যায়িত বিষয়টি কি? কার কাছ থেকে কিভাবে ছবি বা কাগজ সত্যায়িত করাবেন?

উঃ সত্যায়িত বিষয়টি হচ্ছে সঠিকতা যাচাই। ১ম শ্রেণির গেজেটেড অফিসার কর্তৃক যাবতীয় সনদপত্র সত্যায়িত করতে হবে।

প্রশ্নঃ লক্ষভুক্ত যুবদের বাছাই প্রক্রিয়া কি?

উঃ যুবদের নিকট থেকে আবেদন প্রাপ্তির পর অফিস পর্যায়ে তা পরীক্ষা করা হয়। আবেদনকারীদের উপর জরিপ পরিচালনা করা হয়। প্রয়োজনে যুবদের কর্তৃক দাখিলকৃত তথ্যাদি যাচাইয়ের জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

প্রশ্নঃ চূড়ান্তভাবে নির্বাচিতরা কি করবেন?

উঃ চূড়ান্তভাবে নির্বাচিতরা উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে করণীয় জেনে নিবেন।

পরের পাতা/৪

প্রশ্নঃ ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি শুরুর তারিখ জানবেন কিভাবে?

উঃ উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার নোটিশ বোর্ড থেকে।

প্রশ্নঃ প্রশিক্ষণ কিভাবে শুরু হয়?

উঃ কর্মসূচির উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। এজন্য নির্দিষ্ট রুটিন মেনটেন করা হয়।

প্রশ্নঃ প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন পদ্ধতি কি?

উঃ প্রশিক্ষণের নির্দিষ্ট রুটিন থাকে,নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নির্দিষ্ট প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়।

প্রশ্নঃ প্রশিক্ষণ ও কর্মভাতা প্রদান প্রক্রিয়া কি?

উঃ প্রশিক্ষণ ও কর্মভাতা উপস্থিতির ভিত্তিতে মাস শেষে বিল করে সহকারী নিয়ম অনুযায়ী প্রদান করা হয়ে থাকে । উল্লেখ্য কর্মভাতার বিলের অর্থ সংশ্লিষ্ট যুবকও যুবমহিলাদের ব্যাংক হিসাবে জমা হয় এবং সেখান থেকে তারা কর্মভাতা উত্তোলন করেন ।

প্রশ্নঃ অস্থায়ী কর্মসংস্থান শেষে যুবরা কি করেন? তাদের জন্য সরকার কি চিন্তা ভাবনা করছেন?

উঃ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অস্থায়ী কর্মসংস্থান শেষে নিজ উদ্যোগে কিছু করার চেষ্টা করেন। অন্যথায় বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী লাভের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন । সরকার তাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ করেছে ।

প্রশ্নঃ কর্মসূচির মূল্যায়ন পদ্ধতি কি?

উঃ কর্মসূচি মূল্যায়ন করার জন্য তিনস্তর বিশিষ্ট সমন্বয় কমিটি রয়েছে ; যথা (১) কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি (২) জেলা সমন্বয় কমিটি ও (৩)উপজেলা সমন্বয় কমিটি। এছাড়া নিয়মিতভাবে কার্যক্রমের অগ্রগতি জানার জন্য নির্দিষ্ট রিপোর্টিং পদ্ধতি রয়েছে। এর বাইরে খ্যাতনামা সরকারী / বেসরকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা কর্মসূচির সামগ্রিক কার্যক্রম মাঝে মাঝে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে।

প্রশ্নঃ কর্মসূচির মূল্যায়ন করা হয়েছে কি ? মূল্যায়ন হয়ে থাকলে মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানের নাম কি ? মূল্যায়নের ফলাফল কি?

উঃ কর্মসূচির মূল্যায়ন করা হয়েছে। বার্ড, কুমিল্লা ও আরডিএ, বগুড়া মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পাদন করে। তাদের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বলা হয় যে, এ কর্মসূচি বাংলাদেশের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। শিক্ষিত বেকার যুবদের অস্থায়ী কর্মসংস্থানের জন্য এ কর্মসূচি এক মাইল ফলক। যুবক/ যুবমহিলা প্রশিক্ষণ বাছাই প্রক্রিয়া খুবই যৌক্তিক হওয়া প্রয়োজন এর সম্প্রসারণ প্রয়োজন।

প্রশ্নঃ কর্মসূচির কর্মএলাকা ?

ন্যাশনাল সার্ভিস পাইলটিং কর্মসূচি (১ম পর্ব)

উঃ কুড়িগ্রাম,বরগুনা ও গোপালগঞ্জ জেলার সকল উপজেলা (মোট ১৯টি) এ কর্মসূচিভুক্ত । এসব জেলা ও উপজেলায় কর্মসূচির কার্যক্রম ২০০৯-১০ অর্থ বছরে শুরু হয়ে ২০১৩ সালে শেষ হয়েছে।এ পর্বে মোট সুবিধাভোগী ৫৬০৫৪জন । কর্মসূচির মেয়াদপূর্তির পর সুবিধাভোগীদের মধ্য হতে ৩০২১ জন সরকারী- বেসরকারী কর্মসংস্থান এবং ২২৪৪৯জন আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ করে নিয়েছে।

রংপুর বিভাগের কুড়িগ্রাম ছাড়া বাকী ৭টি জেলার ৮টি উপজেলা (২য় পর্ব)ঃ

রংপুর বিভাগের বাকী ৭টি জেলার ৮টি উপজেলায় এ কর্মসূচি ২০১১-১২ অর্থ বছরে শুরু হয়। ১ম পর্যায়ের অভিজ্ঞতার আলোকে এ পর্যায়ে প্রকৃত বেকার যুবদের কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্তির জন্য তাদের বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা যথাক্রমে ২৪-৩৫ বছর এবং উচ্চমাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পুনঃনির্ধারণ করা হয়। ৭টি জেলার ৮টি উপজেলা হচ্ছে-পীরগঞ্জ ও কাউনিয়া (রংপুর), হাতিবান্ধা (লালমনিরহাট), ফুলছড়ি(গাইবান্ধা), ডিমলা (নীলফামারী), খানসামা(দিনাজপুর), হরিপুর (ঠাকুরগাঁও) ও পঞ্চগড় সদর (পঞ্চগড়)। বাছাইকৃত সুবিধাভোগীদের মধ্যে ৪টি ধাপে ১৪৫১৫ জন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন এবং ১৪৪৬৭ জন অস্থায়ী কর্মে সংযুক্তিলাভ করেছেন। তন্মেধ্যে যুবক সংখ্যা ৮৮১৬ এবং যুবমহিলা সংখ্যা ৫৬৫১ জন। ফেব্রুয়ারী ২০১৬-এ এ পর্বের কর্মসূচি সমাপ্ত হয়েছে। সুবিধাভোগীদের মধ্য হতে এ যাবত প্রায় ৭০৫ জন সরকারী-বেসরকারী কর্মসংস্থান এবং ৯৬৪১ জন আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ করে নিয়েছে।

পরের পাতা/৫

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি ৩য় পর্ব ঃ

মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক দারিদ্র্য ম্যাপ-২০১০(যা সেপ্টেম্বর ২০১৪ সালে প্রকাশিত) অনুসারে ১৭টি জেলার ১৭টি উপজেলায়,যেমন- ময়মনসিংহ (নান্দাইল),জামালপুর (দেওয়ানগঞ্জ), শেরপুর(শেরপুরসদর),রাজবাড়ী(গোয়ালন্দ), শরিয়তপুর(গোসাইরহাট), কুমিল্লা (মনোহরগঞ্জ),চাঁদপুর(হাইমচর),বান্দরবান(থানচি),সিরাজগঞ্জ(চৌহালী), নাটোর(সিংড়া), খুলনা(তেরখাদা), বাগেরহাট(চিতলমারী), সাতক্ষীরা(শ্যামনগর),মাগুরা (মোহাম্মদপুর),বরিশাল(মেহেন্দীগঞ্জ),পিরোজপুর (কাউখালী), ঝালকাঠি(নলছিটি)-এ ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বাস্তবায়ন চলমান। এ পর্বে ১৪৯২৬ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ১৪৮০৩ জন ২ বছরের জন্য অস্থায়ী কর্মসংস্থানে নিয়োজিত করা হয়েছে।

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি ৪র্থ পর্ব ঃ

দারিদ্র্য ম্যাপ-২০১০ অনুসারে উপজেলার দারিদ্র্যের আধিক্য অনুযায়ী ৭টি জেলার ২০টি উপজেলা, যথাক্রমে- বরিশাল জেলার হিজলা,মুলাদী,গৌরনদী, অগৈলঝড়া, উজিরপুর, বাকেরগঞ্জ,বানারীপাড়া ও বাবুগঞ্জ; সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট ও কানাইঘাট; ময়মনসিংহ জেলার ময়মনসিংহ সদর,ফুলপুর, তারাকান্দা, ধোবাউড়া, ঈশ্বরগঞ্জ; রংপুর জেলার গংগাচড়া; শরিয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ; জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ ও ইসলামপুর এবং পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর। এ পর্বে মোট বাছাইকৃত সংখ্যা ২৭০০২ জন । প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে ২৬৩০১জন এবং ২ বছরের জন্য অস্থায়ী কর্মসংস্থানে নিয়োজিত ২৬৩০১ জন।

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি ৫ম পর্ব ঃ

মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি ৫ম পর্বের কার্যক্রম ১৫টি জেলার ২৪টি উপজেলায় বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। কর্মসূচিভুক্ত এলাকা(উপজেলাগুলো হলো- যথাক্রমে ইন্দুরকানি পিরোজপুর;ভোলা সদর,ভোলা;কচুয়া,হাজীগঞ্জ, মতলব(দক্ষিণ) চাঁদপুর; জাজিরা,শরিয়তপুর সদর,শরিয়তপুর;বকশীগঞ্জ,জামালপুর সদর, মেলান্দহ,জামালপুর;জকিগঞ্জ,সিলেট; আশাশুনি,কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা;সাঘাটা,সাদুল্ল্যাপুর,গাইবান্ধা;ফুলবাড়িয়া,হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ;তারাগঞ্জ, রংপুর; জুড়ি, মৌলভীবাজার; বরিশাল সদর, বরিশাল;নাইক্ষংছড়ি,বান্দরবান;রামগড়,মানিকছড়ি,খাগড়াছড়ি; বিলাইছড়ি,রাংগামাটি)। কর্মসূচির সুবিধাভোগী বাছাইয়ের জন্য সংবাদপত্রে দরখাস্ত আহবান করার পরিপেক্ষিতে ৫১৩২০ টি আবেদন পাওয়া গেছে। নীতিমালা অনুযায়ী যোগ্য সুবিধাভোগী বাছাই করতঃ পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। আশা করা যায় যে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে কর্মসূচির মূল কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু হবে ।

প্রশ্নঃ উপকারভোগীর সংখ্যা?

উঃ ১ম,২য়,৩য় ও ৪র্থ পর্বে মোট ১১৩৯৫৯ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তন্মেধ্যে ১১১৬২৫ জনকে অস্থায়ী কর্মে সংযুক্তি প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১ম ও ২য় পর্বের ৭০৫২১ জনের ২ বছরের অস্থায়ী সংযুক্তি সমাপ্ত হয়েছে।

প্রশ্নঃ অস্থায়ী কর্মসংস্থান শেষে যুবদের আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার প্রবণতা কতটুকু ?

উঃ এ পর্যন্ত কর্মসমাপনকারী যুবদের মধ্যে ১ম ও ২য় পর্বে ৭০৫২১ জনের অস্থায়ী কর্মসংযুক্তি সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে ৩য় ও ৪র্থ পর্বের ৪১১০৪ জন অস্থায়ী সংযুক্তিতে আছে। ১ম ও ২য় পর্বের মোট ৩৭২৬ জনের কর্মসংস্থান ও ৩২০৭০ জনের অস্থায়ী কর্মসংস্থান, মোট ৩৫৭৯৬ জনের কর্মসংস্থান ও অস্থায়ী কর্মসংস্থান হয়েছে। কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের হার যথাক্রমে ৫.২৮ ও ৪৫.৪৭।

প্রশ্নঃ সরকারী অর্থের সংশ্লিষ্টতা?

উঃ

শুরু থেকে এ পর্যন্ত বরাদ্দ	ঃ	১২৮৯ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা।
শুরু থেকে ২০১৫-১৬ পর্যন্ত খরচ	ঃ	১২০৪ কোট ৭১ লক্ষ টাকা।
চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ	ঃ	২৮০কোটি টাকা। (মূল ২১৫)

পরের পাতা/৬

প্রশ্নঃ কর্মসূচির ভবিষ্যত পরিকল্পনা কি?

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির নীতিমালা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে এ কর্মসুচি দেশের সব উপজেলায় সম্প্রসারিত হবে । উল্লেখ্য দারিদ্র্যম্যাপ অনুসরণে দারিদ্র্যের তীব্রতার ক্রমানুসারে মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃকএ কর্মসূচির উপজেলা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে । মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক এ কর্মসূচির ৬ষ্ঠ ও ৭ম পর্বে বাস্তবায়নের জন্য যথাক্রমে ২০টি করে মোট ৪০টি উপজেলা নির্ধারণ করা হয়েছে । বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে এ সব পর্বের বাস্তবায়ন শুরু হবে।

৬ষ্ঠ পর্বের উপজেলা ঃ

ক্র:নং	জেলা	উপজেলা	ক্র:নং	জেলা	উপজেলা
১	রংপুর	বদরগঞ্জ	২	ময়মনসিংহ	গৌরিপুর
৩	রংপুর	পীরগাছা	৪	শরিয়তপুর	নড়িয়া
৫	শেরপুর	শ্রীবর্দি	৬	পিরোজপুর	নেছারাবাদ(স্বরূপকাঠি)
৭	পিরোজপুর	ভান্ডারিয়া	৮	ঝালকাঠি	রাজাপুর
৯	চাঁদপুর	শাহবাস্তি	১০	গাইবান্ধা	সুন্দরগঞ্জ
১১	শরিয়তপুর	ডামুড্যা	১২	খুলনা	কয়রা
১৩	গাইবান্ধা	গোবিন্দগঞ্জ	১৪	রংপুর	মিঠাপুকুর
১৫	সাতক্ষীরা	তালা	১৬	সিলেট	জৈন্তাপুর
১৭	লক্ষীপুর	সদর	১৮	ময়মনসিংহ	ত্রিশাল
১৯	রাজবাড়ী	পাংশা	২০	সাতক্ষীরা	কলারোয়া

৭ম পর্বের উপজেলা ঃ

ক্র:নং	জেলা	উপজেলা	ক্র:নং	জেলা	উপজেলা
১	পিরোজপুর	সদর	২	সিলেট	কোম্পানিগঞ্জ
৩	চাঁদপুর	মতলব(উত্তর)	৪	শেরপুর	নকলা
৫	ফেনী	সোনাগাজী	৬	গাইবান্ধা	সদর
৭	বাগেরহাট	শরণখোলা	৮	জামালপুর	সরিষাবাড়ী
৯	সাতক্ষীরা	দেবহাটা	১০	রাজশাহী	গোদাগাড়ী
১১	গাইবান্ধা	পলাশবাড়ী	১২	বাগেরহাট	মোড়েলগঞ্জ
১৩	কুমিল্লা	মুরাদনগর	১৪	চাঁদপুর	ফরিদগঞ্জ
১৫	বাগেরহাট	মোল্লারহাট	১৬	হবিগঞ্জ	আজমিরিগঞ্জ
১৭	সিরাজগঞ্জ	বেলকুচি	১৮	টাঙ্গাইল	নাগরপুর
১৯	কুমিল্লা	লাঙ্গলকোট	২০	সাতক্ষীরা	সদর

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি সেল
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
২ এপ্রিল ২০১৭